3

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 03 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ৭ ...

ঢাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিকে মেয়েদের প্রাধান্য ॥ বিজ্ঞান বিভাগেও তারা লড়েছে সমান তালে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় বিশেষ কয়েকটি বিভাগে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভাল করেছে। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিক বিভাগে মেয়েদের প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগেও তারা ছেলেদের সাথে জোর ফাইট দিয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের মেয়েরা বাণিজ্য বিভাগে ছেলেদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেও ঢাকা ও চট্টগ্রাম বোর্ডের মেয়েরা মেধা তালিকায় সেভাবে আসতে পারেনি। কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের মেয়েরা মেধা তালিকায় ছেলেদের সাথে পেরে ওঠেনি। তবে পাঁচ বোর্ডে মেয়েদের গড় রেজাল্ট ছেলেদের চেয়ে খারাপ।

পাঁচ বোর্ড মিলে মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ সাত হাজার ৮৬০ জন। এদের মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৩৯ হাজার ১৭ জন। পাসের গড় হার ৪৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। একই সাথে ছেলেদের পাসের হার ৫০ দশমিক চার শতাংশ।

ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ২০টি স্থানে ২৭ জন পরীক্ষার্থী জায়গা করে নিয়েছে। এদের মধ্যে ১৯ জনই মেয়ে। বাকি ৮ জন ছেলে। চট্টগ্রাম বোর্ডেও একই অবস্থা। এখানে মেধা তালিকার প্রথম ২০টি স্থান ২৩ জন দখল করেছে, এদের ১৪ জনই মেয়ে। ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকার প্রথম ২০টি স্থান ৪৩ জন দখল করেছে, এদের মধ্যে ১৯ জন মেয়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডের প্রতিটি বিভাগেই মেয়েরা সম্মিলিত মেধা তালিকার

(পৃষ্ঠা ৬-এর ক॥ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) ঢাকা রাজশাহী

প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই স্থানগুলোতে তারা ছেলেদের ঘেঁষতেই দেয়নি।

ঢাকা বিভাগে মানবিকে মেয়েদের পাসের হার ২৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ছেলেদের ২৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ। বিজ্ঞানে মেয়েদের পাসের হার ৬৩ দশমিক ৫২ এবং ছেলেদের ৬৩ দশমিক ১৬ শতাংশ। যশোরে মেয়েরা মেধা তালিকায় ঘেঁষতে না পারলেও গড় রেজাল্টের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগে তারা এগিয়ে। এখানে মেয়েদের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৪৫ এবং ছেলেদের ৬৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। চট্টগ্রাম বোর্ডে বিজ্ঞানে ৫১ দশমিক ২৮ শতাংশ মেয়ে এবং ৫০ দশমিক ৩৮ শতাংশ ছেলে পাস করেছে। বাণিজ্যেও তাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এ বিভাগে ২৭ দশমিক ৯৭ ভাগ মেয়ে ও ২৪ দশমিক ০৬ শতাংশ ছেলে পাস করেছে।

রাজশাহী বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বিজনেস স্টাডিজ (ব্যবসা শিক্ষা) বিভাগে মেয়েদের রেজাল্ট দারুণ ভাল। বিজনেস স্টাডিজে মেয়ে পরীক্ষার্থীর কেউ তৃতীয় বিভাগ পায়নি। এই বিভাগে ছেলেদের পাসের হার যেখানে ৪৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ সেখানে মেয়েদের পাসের হার ৫৮ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। অর্থাৎ মেয়েরা ১১ দশমিক ৪০ শতাংশ এগিয়ে। বিজনেস স্টাডিজে প্রথম বিভাগে ছেলেরা উত্তীর্ণ হয়েছে ২০ দশমিক ৯৩ শতাংশ আর মেয়েদের উত্তীর্ণের হার প্রথম বিভাগে ৩৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। দ্বিতীয় বিভাগেও মেয়েরা ২২ দশমিক ৬৭ শতাংশ আর ছেলেরা ২১ দশমিক ৬২ শতাংশ। মজার ব্যাপার ঘটেছে তৃতীয় বিভাগে। মাত্র ৩ জন ছেলে তৃতীয় বিভাগ পেলেও মেয়েদের কেউ তৃতীয় বিভাগ পায়নি। এক্ষেত্রে বলা যায় ব্যবসা বাণিজ্যে মেয়েরা আগামীতে এগিয়েই যাবে।

বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানেও মেয়েদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ যেখানে ছেলেদের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এখানেও মেয়েরা ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ এগিয়ে। বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে ছেলে ও মেয়েদের হার সমান সমানের খুবই কাছাকাছি। প্রথম বিভাগে ছেলেদের হার ৪৩ দশমিক ৬০ আর মেয়েদের ৪৩ দশমিক ৩০ এবং দ্বিতীয় বিভাগে ছেলেদের ২০ দশমিক ৭১ আর মেয়েদের ২০ দশমিক ৬০ শতাংশ। এখানেও মজার ব্যাপার ঘটেছে তৃতীয় বিভাগে। ছেলেরা তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে মাত্র ১৬ জন আর মেয়েরা মাত্র ৮ জন। বিজ্ঞানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভাল। এ জন্য যে ছেলেদের তুলনায় মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২ দশমিক ৪২ শতাংশ। মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফলে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। এই বিভাগে ছেলেদের পাসের হার ৪০ দশমিক ৫৭ ও মেয়েদের ৪০ দশমিক ৪৭ শতাংশ। ব্যবধান মাত্র শূন্য দশমিক ১০।